গাংনীর করমদীতে পানিতে ডুবে প্রতিবন্ধী শিশুর মৃত্যু

পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পানির নিচে তলিয়ে ফাতেমা খাতুন (১২) নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধীর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ফাতেমা খাতুন করমদী গ্রামের সৌদি প্রবাসী ইমারুল ইসলামের মেয়ে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য তৌহিদ হোসেন জানান, ফাতেমা খাতুন তার চাচা এনামুল হকের সাথে প্রতিবেশী পাঞ্জাব মণ্ডলের পুকুরে গোসল করতে যায়। গোসল শেষে চাচা এনামুল হক পুকুর থেকে উঠলেও ফাতেমা খাতুনকে পাননি। পরে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন।

খবর পেয়ে ফাতেমা খাতুনের মা ববিতা খাতুনসহ প্রতিবেশীরা পুকুরে তল্লাশি শুরু করেন। এক পর্যায়ে ফাতেমা খাতুনকে পানির নিচ থেকে উদ্ধার করেন। পরে সন্ধানী হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

গাংনীতে মুল নকসা বাস্তবায়ন ও গোল চত্তরের দাবিতে সড়ক অবরোধ

মেহেরপুর গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে দৃষ্টি নন্দন গোল চত্বর নির্মাণ,রাস্তার মাঝ থেকে যাত্রী ছাউনি ও দোকান অপসারণ এবং একনেকে অনুমোদিত প্রকৃত নকশায় সড়ক প্রসস্তকরন কাজের দাবীতে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছে গাংনী বাজার ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন

শ্রেনীপেশার মানুষ।
আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করা হয়।
গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার নেতৃত্বে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে যোগ দেন বিভিন্ন শেনী পেশার মানুষ । দুপুর ১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি।
বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান মানিক,মাহাবুবুর রহমান স্বপন, বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন,
সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জামান, উপজেলা যুব দলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, যুবদল নেতা সালাউদ্দিন এসময় উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভকারীরা জানান,মেহেরপুর – কুষ্টিয়ার প্রায় ৪৫ কিলোমিটার
সড়ক প্রসস্তকরন কাজ শুরু করেন মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগ।
মেহেরপুর অঞ্চল এবং কুস্টিয়া অঞ্চলে কাজ শুরু করেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। সে লক্ষে ২০২৩ সালের শেষের দিকে সড়ক বিভাগ সড়কের দুই দিকের বড়বড় শতবৎসরের গাছ কেটে সড়কের দুপাশ পরিষ্কার করা হয়। অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ, বিভিন্ন যাত্রী ছাউনি উচ্ছেদ কার্যক্রম চালায় সড়ক বিভাগ। সে সময় সড়কে অবস্থিত জেলার প্রায় ১৩ টি যাত্রী ছাউনি অপসারণ করা হয়। অপসারনের হাত থেকে রক্ষা পাইনি মসজিদ ও ইদগাহ ময়দানের প্রাচীরও। এখানে রাস্তা প্রসস্তকরনে জনগনের চাওয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে একক ভাবে ব্যাক্তি স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সড়ক বিভাগের প্রকৌশলী,মনগড়া ও দায়সারা কাজ শেষ করতে চাওয়ায় জনগন দাবী নিয়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়। বাসস্ট্যান্ডের এই যাত্রী ছাউনি অপসারন না করে সড়কের কাজ শেষ করা
হলে বাসস্ট্যান্ডে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটবে বলেও দাবী করেন
বিক্ষোভকারীরা।
ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন,উপজেলা প্রশাসন, সড়ক বিভাগ ও মেহেরপুর
জেলায় দায়িত্বরত সেনাবাহিনীর বরাবর স্বারক লিপি দেয়া হয়।
ব্যবসায়ীদের সাথে সাধারণ মানুষও বিক্ষোভে যোগ দেন। বিক্ষোভকারীরা সড়ক বিভাগ,জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন সকলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন।
গাংনী বাজারের ব্যাবসায়ী আলাল উদ্দিন রেন্টু বলেন, বর্তমান বিচার বিভাগ,জেলা প্রশাসন,জেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন আছেন সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য। অথচ সড়ক বিভাগ রাস্তা প্রসস্তকরনের আগে বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা ভেংগে দিয়েছে। অথচ গাংনীর হাজারও মানুষের চাওয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সড়ক বিভাগ গাংনী বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনি নামক একটি ফলের দেকানে এসে স্থবির হয়ে পড়ছে। সড়ক বিভাগের এমন উদাসীনতা ও প্রশাসনের এমন ঢিলেঢালা মনোভাব দেখে হাজার মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে নেতিবাচক নানা প্রশ্ন।
গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি মাহাবুবুর রহমান

স্বপন বলেন, জেলা পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,জেলা প্রশাসন,উপজেলা প্রশাসন, সড়ক বিভাগ সবই জনস্বার্থে কাজ করেন। গাংনী উপজেলার প্রাণকেন্দ্র গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড। এখানে ত্রিভুজাকৃতির একটি সড়ক নির্মানের নকশা রয়েছে। সর্বসাধারণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে জেলা পরিষদের চুক্তি খুব সহজেই বাতিল করা যায়। এখানে টার্নিং পয়েন্ট টি পরিস্কার করা না হলে নিয়মিত দুর্ঘটনা ঘটবে এবং যে উদদেশ্যে সড়ক প্রসস্তকরন করা হচ্ছে সেই সুফল থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকবেন।
গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন বলেন,যাত্রী ছাউনি অপসারনের দবীতে বাজারের সকল ব্যাবসায়ীরা রাস্তায় নেমে অবরোধ কর্মসুচী ও বিক্ষো করেন। এতে বাজারে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। আমি বিষয়টি জেনে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেন না ঘটে সেজন্য সাথে আ: মালেক স্টোরের নিরাপত্তার কথা ভেবে সাময়িক সময়ের জন্য দোকান বন্ধ করে দেয়া হয়।
গাংনী পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, সড়ক বিভাগ ও জেলা পরিষদ মানুষের সাথে লুকোচুরি খেলছে। মেহেরপুর থেকে শুরু করে খলিশাকুন্ডি পর্যন্ত সব অবৈদ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এতে প্রায় ১৩ টি যাত্রী ছাউনি ভাঙ্গা হয়েছে। এমনকি রাস্তার পাশে থাকা মসজিদ ও ইদগাহ ভাংগা হয়েছে। অথচ গাংনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান বাসস্ট্যান্ডের যাত্রী ছাউনি ও একটি দোকান কেনো ভাংগা হয়নি। তা জানতে চাই গাংনীর মানুষ।
ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন,মেহেরপুরে দায়িত্বরত সেনাবাহিনীর কাছে স্বারক লীপী দেয়া হয়েছে। বেশ কয়কদিন অতিবাহিত হলেও সাধারন মানুষ তার কোন সুফল পাইনি। যার ফলে মানুষকে আন্দোলনে বাধ্য হতে হয়েছে। একক ক্ষমতাকে প্রাধান্য না দিয়ে জনগনের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে যে কোন অস্থিশীল পরিস্থিতির জন্য উপজেলা প্রশাসন দায়ী থাকবেন। গাংনী উপজেলা ন্র্বিাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বলেন, আজ সকাল ১১ টার সময় গাংনী বাজারের ব্যাবসায়ী ও সাধারণ মানুষ যাত্রী ছাউনি অপসারনের দাবীতে বিক্ষোভ করেন। এসময় রাস্তায় গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করে রাখে। আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত সকলের কথা শুনেছি এবং তাদের সাথে কথা বলেছি। এটি একক বিষয় নয়। সড়ক বিভাগ,জেলা পরিষদ জড়িত। ব্যাবসায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে আলেচনা সাপেক্ষে সমস্যার সমাধান দেয়া হবে। জনস্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিবেশ শান্ত করা হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন,আমি বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। যাত্রী ছাউনি অপসারনের দাবীতে বিক্ষোভ করছেন এ বিষয়টি আমাকে ইউএনও জানিয়েছে। সকলকে নিয়ে বসে বিষয়টি সমাধান করা হবে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হয়রানী ও মানহানিমুলক কথা বলার প্রতিবাদ এবং জন্ম সাল নিয়ে যে বিভ্রান্তিমুলক অপপ্রচার চলছে তারই প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী।

আজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় গাংনী মহিলা কেেলেজর সভা কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী। তিনি বলেন,আমি গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধক্ষ্য। ১৯৯৫ সাল থেকে এযাবত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছি। সমপ্রতি দেশে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে।এই সুযোগে হঠাৎ করে অত্র কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজেদুল ইসলাম বুলু কলেজে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃস্টি করার জন্য আমার নামে বিভিন্ন মিথ্যাচার বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের করেছে। সাজেদুল ইসলাম বুলু যে বিষয়ে পড়ান দীর্ঘ ২২ বছর সেই বিষয়ে কোন ছাত্রী ভর্তি না করায় তাকে ক্লাশে উপস্থিত থাকতে হয়না। তিনি কলেজে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়ান এবং মাস শেষে কলেজের বেতন ভোগ করেন। এর প্রতিবাদ করায়, সে একাধিকবার আমাকে অপদস্থ করেছে। সে শিক্ষার্থীদের সামনে দুইজন শিক্ষক কে মেরে আহত করে।

এছাড়া অর্থনীতি বিভাগের সহকারি অধ্যাপক বেদারুল আলম এমন পরিস্থিতিতে কলেজে এসে নিজেকে কলেজের অধ্যক্ষ ঘোষনা দিয়েছেন এবং শিক্ষকদের হাজিরা খাতা বগলে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বলে বেড়াচ্ছেন কলেজ আমার কথায় চলবে এবং অধ্যক্ষের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে কলেজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী আরও বলেন,তাদের অভিযোগ আমার জন্ম তারিখ সংক্রান্ত। আমি মহা: খোরশেদ আলী ও আমার ছোটভাই মুরাদ হোসেন ক্লাশ ওয়ান থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত এক সাথে লেখাপড়া করি। এলাকার সকলে মনে করতো আমরা দুজন জমজভাই। আমার যিনি বড়ভাই

মো : মুজাহিদ হাসান সে আমার চেয়ে দুই বছরের বড়।তার এসএসসি ১৯৭৮ সালে।আমার আর মুরাদের এসএসসি ১৯৮০ সালে। মুজাহিদের জন্ম তারিখ সার্টিফিকেট অনুযায়ী করা হয়েছে ১/১/১৯৬৪ সাল। আর আমার জন্ম তারিক এসএসসি সার্টিফিকেট এ করা হয়েছে ৩১/১২/১৯৬৩ সাল। অর্থাৎ বড় ভাইয়ের চেয়ে আমাকে এক বছরের বড় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। বাবা মায়ের দায়িত্বহীনতার কারনে বয়সের বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই না। পরে কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে আমরা বয়স সংশোধন করা হয়েছে। পরে শিক্ষা বোর্ড থেকে বিধি মোতাবেক বড় ভাইয়ের এক বছরের ছোট করে আমার জন্ম তারিখ করা হয় ৩১/১২/১৯৬৫ সাল। সাজেদুল ইসলাম বুলু ও বেদারুল ইসলাম গত ২৪ সেপ্টেম্বর গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন করে। আমি এসবের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দে জানাই।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ২০২০ সাল থেকে ২০২৪ সালে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো টাকার লেনদেন হয়নি। এবং বিগত দিনেও কলেজে নিয়োগ বাণিজ্য করা হয়নি। আমি অর্থ ও পাচুর্য্য বিলাশী নই। আমি আজও একটি ভাল বাড়ি বানাতে পারিনি। আজও ভাড়া বাড়িতে বসবাস করি।

সংবাদ সম্মলনে কলেজের সহকারি অধ্যক্ষ হারুন অর রশীদ রবি,মো: রমজান আলী,ও গণমাধ্যম কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আল্লাহকে কটাক্ষের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুরের জিয়া নামের এক কথিত সাংবাদিকের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী উপজেলার করমদী পাগলার ব্রীজ এলাকায় এই মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেন ‘উলামায়ে কেরাম ও সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা’ ব্যানারে।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন-মাওলানা হারুন অর রশিদ.

মাওলানা আমানুল্লাহ, মাওলানা সিয়াম মনোয়ার, মাওলানা হাবিবুল্লাহ বাদশা, মাওলানা কবির হুসাইন, মাওলানা কায় খসরু, স্থানায় গণ্যমান্য ব্যক্তি জুলফিকার আলী, আব্দুর রহিম, ফরহাদ হুসাইনসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিববৃন্দ, হাফেজবৃন্দ ও তৌহিদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাগলার ব্রীজ এলাকা থেকে শুরু হয়ে জিয়ার গ্রামের বাড়ি পলাশীপাড়া পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এসময় নাস্তিক জিয়াকে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবি জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন, আল্লাহ ও নবীকে নিয়ে যারা কটুক্তি করে সেই সব নাস্তিকদের ফাঁসি দিতে হবে। ভবিষ্যতে কেউ যেন আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ. তার প্রেরিত রাসুল হজরত মোহাম্মদ (স:)কে নিয়ে এমন মন্তব্য করার সাহষ না পায়।

বক্তারা আরও বলেন, কথিত সাংবাদিক জিয়া এলাকার মানুষকে সাংবাদিকতার ভয়ভীতি দেখিয়ে হয়রানিসহ ব্লাকমেইল করে বহু মানুষকে হয়রানি নির্যাতন করেছে। সে নিজেকে সাংবাদিক দাবি করে এলাকার মানুষের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বাল্য বিয়ে আখ্যা দিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো। এছাড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো বলে অভিযোগ করেন বক্তারা।

অভিযুক্ত জিয়া গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের দবের উদ্দীনের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন তার নিজ নামে ডা. স্বাধীন ফেসবুকে একটি পোষ্ট দিয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল “পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন”। এখানে নামধারী সাংবাদিক জিয়া কমেন্ট করেন “আজ পর্যন্ত আল্লাহ কাকে রক্ষা করেছে ? কাউকেই রক্ষা করতে পারেনি”। কমেন্টটি এলাকার অনেকেই স্কীন সর্ট দিয়ে ছড়িয়ে দেন। এরপরপরই ফুঁসে ওঠে তৌহিদি জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

গত ১৩ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনায় মহান আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করার অপরাধে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক সাংবাদিক

আসাদুল্লাহ বাদি হয়ে জিয়ার নামে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। যার নং ৬২৬ তারিখ ১৬/০৯/২৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, এঘটনায় সাংবাদিক আসাদুল্লাহ একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। সাধারণ ডাইরিটি আদালতে প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে। আদালত জিডিটি গ্রহণ করে জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

মামলার বাদি সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে ওই নাস্তিক জিয়া। আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত যে বিচার করবে আমি সেটা মেনে নেবো। তবে, আমি আদালতের কাছে তার সব্বোর্চ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ৩৬ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সীমান্তে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ৩৬ কেজি গাঁজাসহ রাহিব ওরফে রাকিব (৩৫) কে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মো: এনামুল হকের নেতৃত্বে একটি টিম গতকাল ২৬ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি লক্ষি নারায়নপুর ধলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ রাকিবকে আটক করেন।

আজ শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার সময় গাংনীস্থ র্যাব ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ ব্রীফ করে এই তথ্য জানান র্যাব কমান্ডার মো: এনামুল হক।

আটক রাকিব গাংনী উপজেলার লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের মো: আক্তারুল ইসলামের ছেলে।

র্যাব ১২ এর মেহেরপুর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মো: এনামুল হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে খবর পেয়ে র্যাবের একটি টিম রাকিবের বাড়িটি ঘীরে ফেলে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তার বাড়ির বিভিন্ন রুমে, উঠানে ও অন্যান্য স্থান থেকে ২৬ টি প্যাকেটে মোড়ানো গাঁজার পুটলা উদ্ধার করা হয়। এসময় তার ঘর থেকে দেশীয় তৈরী দুটি ধারালো হাসুয়া উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার মূল্য ধরা হয়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

র্যাব কমান্ডার জানান, আমাদের কাছে খবর এসেছিল ভারতীয় সীমান্তের তারকাটা পার হয়ে গাঁজার একটি বিরাট চালান বাংলাদেশ সীমান্তের লক্ষিনারায়পুর ধলা গ্রামের রাকিবের বাড়িতে মজুত করা হয়েছে। সেখান থেকে এই চালানটি তাদের বহনকারীদের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করা হবে।

তিনি বলেন, গাঁজার এই বড় চালানটির সাথে অনেক রাঘব বোয়াল জড়িত আছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের নাম পাওয়া গেছে। যা এখনি বলা যাবেনা। এই চালানের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে র্যাবের টিম কাজ শুরু করেছেন।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে আসামি রাকিবকে গাংনী থানা পুলিশে হস্তান্তরের কার্যক্রম চলছে।

উল্লেখ্য গাংনীতে র্যাব ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ছোট খাটো গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা থাকলেও এটা গাঁজা উদ্ধারের সর্বোচ্চ ঘটনা।

দূর্ণীতির উর্দ্ধে থেকে সরকারি দফতরের কার্যক্রম সততা ও নিষ্ঠার সাথে করা হবে–ডিসি

মেহেরপুর নবাগত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিফাত মেহনাজ বলেছেন, দূর্ণীতির উর্দ্ধে থেকে সরকারি দফতর সমূহে সকল কার্যক্রম

সততা ও নিষ্ঠার সাথে করা হবে। স্বচ্ছভাবে নেওয়া হবে সকল উন্নয়ন প্রকল্প। এলাকার দুস্কৃতিকারী ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধেও নেওয়া হবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। গাংনীতে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকতার্ ও সুধীবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪ টার সময় নবাগত জেলা প্রশাসকের আগমন উপলক্ষ্যে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে গাংনী উপজেলা প্রশাসন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নিবার্হী অফিসার প্রীতম সাহা। এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রানী, উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনাসহ শিক্ষানবিশ ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ প্রমুখ।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল হেলাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দীন শাওন, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নেতা রেভারেন্ট বেনজামিন মন্ডল, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এমএন পাভেল, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মুজাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিসি সিফাত মেহনাজ আরও বলেন. এলাকায় মাদক ও ইভটিজিং এর ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হবেনা। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগে সব সময় সোচ্ছার। এলাকায় ইভটিজিং ও মাদকের কোনো ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ জানান তিনি।

সেবা প্রার্থীদের সরাসরি তার কাছে যাওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে তিনি

বলেন, জেলার উন্নয়নসহ অন্যান্য বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও সাধারণ মানুষের মাঝে তৃতীয় কোনো পক্ষের কাজ করার সুযোগ থাকবেনা। সেবা প্রত্যাশীদের কোনো কোনো ধরনের সেবা আমি আইনগত ভাবে দিতে না পারলে তাদের বুঝিয়ে বলছি।

কাজলা ও সেউটি নদী খনন ও দখলমুক্ত করা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মতামত সমন্ধে জেলা প্রশাসক বলেন, নদী দুটি খননের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এককভাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয় বলে মত তুলে ধরে তিনি বলেন, শিক্ষা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে শিক্ষার সাথে জড়িত। আমরা কেউ শিক্ষক, অভিভাবক নইতো ছাত্র। শিক্ষার মান উন্নয়নে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে। ছাত্রকে বুঝতে হবে শিক্ষার গুরুত্ব-শিক্ষককে বুঝতে হবে তার পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অভিভাবকদের বুঝতে হবে সন্তানের সুশিক্ষার দরকার আছে। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সমন্বয়ে শিক্ষার মান গড়ে তুলতে হবে।

ডিসি বলেন, জেলার সাধারণ মানুষের চিকিৎসার মান বৃদ্ধিতে ইতোমধ্যে সিভিল সার্জন ও মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়কের সাথে কথা হয়েছে। মেহেরপুরের এই হাসপাতালটি ১০০ শয্যা থেকে আড়াই’শ শয্যায় উন্নতি করা হয়েছে। এখানে জনবলসহ বিভিন্ন সংকটের কারণে স্বাস্থ্য সেবা পূর্ণাঙ্গভাবে দিতে না পারলেও যে সামর্থ্য রয়েছে সেটা দিয়েই সেবার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাকিগুলো সমাধানের জন্য স্বাস্থ্যে কর্মকর্তারা উপর মহলের সাথে যোগাযোগ করছেন। অচিরেই স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে কিছু সমাধান হয়ে যাবে।

বিগত দিনগুলোতে জেলার উন্নয়নে সুসম বন্টন হয়নি এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ডিসি বলেন, জেলায় বরাদ্দকৃত অর্থ এখন থেকে জনসংখ্যা এবং আয়তনের ভিত্তিতে দেওয়া হবে।

মাদক নিয়ন্ত্রণে ছাত্রদের ভূমিকা নেওয়ার আহবান জানিয়ে ডিসি সিফাত মেহনাজ বলেন, সীমান্তবর্তি এই জেলায় মাদক নিয়ন্ত্রণে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে। এছাড়া মাদক নিয়ন্ত্রণে কঠোরভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মেহেরপুর একটি কৃষি সমৃদ্ধ জেলা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এজেলার মাটিকে রক্ষা করতে হবে। ইটভাটার জন্য টপসয়েল কেটে নিলে মাটির বড়

ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই মাটির টপসয়েল রক্ষা করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এতে সবার সহযোগীতা চান তিনি।

জেলায় দিন দিন জমি সংক্রান্ত বিরোধ বাড়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জমি সংক্রান্ত বিরোধ মেটাতে গ্রাম আদালত জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে। তাই গ্রাম আদালতকে সক্রিয় করে জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে জেলার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে ওয়াইফাই কর্ণার সামাজিক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে হবে। এলাকার লাইব্রেরীগুলোর বর্তমান অবস্থান জানার জন্য স্থানীয় ছাত্র সমন্বয়কদের ভূমিকা নিতে হবে। লাইব্রেরীগুলোকে সচল করে এই প্রজন্মের মানুষকে নতুন করে জ্ঞানমুখী ও বইমুখী করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, আবহানকাল থেকে এদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৈদ্ধ খ্রষ্টান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন। বিভিন্ন কঠিন সময়ে সেই উদাহরণ বাংলাদেশে আছে। আমরা পারস্পারিক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই ধারা যেভাবে অব্যাহত আছে সেটা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন, সনাতন ধর্মালম্বীদের স্বারদীয় দূর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সনাতন ধর্মালম্বীদের এই উৎসব জেলার প্রতিটিস্থানে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে উৎযাপিত হওয়ার জন্য সকল ধর্মের লোকজনকে সহযোগীতা করার অনুরোধ জানান।

ডিসি বলেন, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অনেক দুর থেকে এসে কাজ করেন। তারা এলাকাকে সর্ব্বোচ্চটা দিয়েই সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাই স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগীতা করার জন্য স্থানীয়দের আহবান জানান। প্রশাসন ও স্থানীয়রা এক সাথে কাজ করলে জেলার সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্তি হবে।

এর আগে নবাগত জেলা প্রশাসক মতবিনিময় সভায় আগমন করলে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। মতবিনিময় সভায় প্রশাসনের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, পুলিশ, র্যাব, বিজিবি, সাংবাদিক, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, এনজিও কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সংগঠনের

নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহার প্রশংসায় ডিসি সিফাত মেহনাজ

গাংনীর মানুষেরজান মালের নিরাপত্তা, শিক্ষার মান উন্নয়ন, মাদকমুক্ত গাংনী উপহার দিতে সর্বক্ষণ কাজ করছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাব প্রীতম সাহা। গাংনীর সর্বস্তরের মানুষ সহযোগীতা করলে একটি সুন্দর ও সম্ভাবনাময় গাংনী উপহার দিতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গাংনীর ইএনও সম্পর্কে আস্থা নিয়ে এসব কথা বলেন মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। আজ বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনীতে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজিত নবাগত জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজকে অভিনন্দন ও পরিচিতি সভার আয়োজন করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর নবাগত জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। জেলা প্রশাসক বলেন, আমার যোগদানের ১৫ দিনে প্রীতম সাহার সাথে আমার যতবার কথা হয়েছে সে সময়ে কোন সময় নিজের কথা বলেনি। গাংনীর মানুষের কথা বলেছে।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা মো: সাদ্দাম হোসেন,গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম,গাংনী উপজেলার ভিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা,বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি শিক্ষক, ছাত্র প্রতিনিধি, সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও সভাপতিকে অপসারণের দাবি

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবর ও অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগের দাবীতে মানববন্ধন করেছেন দুজন শিক্ষক ও এলাকাবাসী। তবে দুজন শিক্ষকের মধ্যে সাজেদুর রহমান বুলুর বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সিনিয়র শিক্ষক অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল আলম।

স্থানীয় এলাকাবাসীর ব্যানারে গতকাল মঙ্গলবার ১১ টার সময় মেহেরপুর— কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

পৌর বিএনপির নেতা শাজাহান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে কলেজের আরেক শিক্ষক সহকারি অধ্যাপক সাজেদুর রহমান বুলু বলেন, ঐতিহ্যবাহী মহিলা ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং সভাপতি করার জন্য এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয়, গ্রহণযোগ্য ও শিক্ষীত ব্যাক্তির নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুনীর্তিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক সেই দাবীকে পাশ কাটিয়ে এলাকার বিতর্কিত ব্যক্তি জাফর আকবরকে গভর্নিং বডির এডহক কমিটির গঠনের লক্ষ্যে বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি ও বালিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দীনকে বিদ্যুৎসাহী সদস্য নিয়োগ দেওয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বরাবর সুপারিশ পাঠান। বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর পরই ফুঁসে ওঠে স্থানীয়রা। এ সময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, বিএনপি নেতা ইনামুল হকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী বলেন, শিক্ষক সাজেদুর রহমান বুলু কখনো ক্লাস নেননা। কলেজের শৃ্◌ৃ্খলা মেনে চলেন না। তাকে ক্লাস নেওয়াসহ কলেজের শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা বলা হলে তিনি নানা ধরণের হুমকি

দিয়ে আসছিলেন বহুদিন ধরে। তিনি কলেজে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বাসায় গিয়ে প্রাইভেট পড়ান।
দুনীর্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারি বিধি মোতাবেক জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির মাধ্যমে এ সাতজনের নিয়োগ পক্রিয়া সম্পন্ন করেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন ব্যত্যয় হয়নি। প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়া নিয়ে কারো আপত্তি থাকলে চ্যালেঞ্জের আহবান করছি।

এদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, সহকারী অধ্যাপক সাজেদুর রহমান ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক হলেও ওই শাখাতে একজন শিক্ষার্থীও তিনি ভর্তি করান না। তিনি এলাকায় সুবিধাবাধি শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন এমপি থাকাকালীন সময়ে কলেজ সরকারি করণের জন্য মকবুলের নামে ৩ লাখ টাকা কলেজে থেকে নেন এবং এখনো ফেরৎ দেননি এমনকি এখনো পর্যন্ত কলেজ সরকারিকরণ হয়নি। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে বুলু সেই দলের ছাতি ধরে নিজেকে মাফিয়া হিসেবে তৈরি করেন। কলেজে ক্লাস না নিলেও তিনি বাড়িতে শত শত শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান। তার বিরুদ্ধে প্রাইভেট পড়তে আসা ছাত্রীরাও নানা সময়ে অশ্লিল আচরণের অভিযোগ তোলেন।

গাংনীতে অধ্যক্ষর পদত্যাগ

সংক্রান্ত তদন্ত শুরু,

স্থানীয়দের তোপের মুখে

এসিল্যন্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত কমিটির কাজ শুরু করেছেন।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তদন্ত দলের প্রধান গাংনী
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদস্য গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও একাডেমিক সুপারভাইজার তদন্ত করতে যান। এ সময় অন্তত ১৫ জন শিক্ষকের পৃথক পৃথক বক্তব্য নেন তদন্ত কর্মকর্তা।

তদন্তকালে বিএনপি নেতা সাহেব আলী সেন্টু ও সহকারী শিক্ষক রহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে স্থানীয় বেশ কিছু লোকজন স্কুল এন্ড কলেজ-প্রাঙ্গণে জড়ো হয়।

এসময় সহকারী কমিশনার সহ তদন্তকারী কর্মকর্তারা বিএনপি নেতাকর্মীদের সাথে কথা না বলে চলে যাওয়ার সময় বিএনপি নেতা সাহেব আলী সেন্টুসহ নেতাকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন তদন্ত দলের সদস্যরা।

পরে স্থানীয়রা হট্টগোগল শুরু করলে সহকারি কমিশনার ভুমি বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং এ বিষয়ে স্থানীয় ও শিক্ষার্থী অভিভাবকদের সাথে পুনরায় কথা বলা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

এসময় সহকারি কমিশনার ভূমি সাদ্দাম হোসেন সাংবাদিকদের জানান, কেবলমাত্র তদন্ত শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকদিন তদন্ত নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা তদন্ত করে সঠিক বিষয়টি নির্বাহী অফিসারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য সাবেক প্রধান শিক্ষক সুন্নত আলী পদত্যাগ করেছেন মর্মে তৎকালীন স্কুল এন্ড কলেজ পরিচালনা পর্ষদ দাবি করেন। প্রধান শিক্ষকের পথ ফিরে পেতে সুন্নত আলী আদালতে মামলা করেছেন। মামলাটি চলমান রয়েছে।

অধ্যক্ষ খোরশেদ ও সভাপতি জাফরকে দূর্ণীতিবাজ আখ্যা দিয়ে অপসারণের দাবি

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অনিময়মতান্ত্রিক উপায়ে গভর্নিং বডির এডহক কমিটিতে বিতর্কিত বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি মনোনীত করার জেরে ফুঁসে উঠেছে এলাকাবাসি।

এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবরকে টিনচোর ও দূর্ণীতিবাজ আখ্যা

দিয়ে তাকে কমিটি থেকে বহিস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এনিয়ে গতকাল সোমবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের প্রধান গেটে মানববন্ধনের ডাক দিয়েছেন তারা।

একটি সূত্র জানায়, সম্প্রতি গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে।

একটি সূত্র জানায়,গাংনীর শির্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এলাকা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাকের নাম প্রস্তাব করেন। দূর্ণীতিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক সেই দাবিকে পাঁশ কাটিয়ে এলাকার বিতর্কিত ব্যক্তি জাফর আকবরকে সম্প্রতি গভর্নিং বডির এডহক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে জাফর আকবরকে সভাপতি ও বালিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দীনকে বিদ্যেুাৎসাহি সদস্য নিয়োগ দেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।

বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর পরই ফুঁসে ওঠে স্থানীয়রা। এনিয়ে গত রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী পৌর বিএনপি নেতা শাহাজাহান সেলিম, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা জামাল উদ্দীন ও পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনিসহ বিএনপি নেতাকমীর্রা মহিলা কলেজে গিয়ে প্রতিবাদ জানান। এবং বিতর্কিত এডহক কমিটি বাতিলের দাবী জানান।

তারা বলেন, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় গোপনে কমিটি গঠন করার জন্য শিক্ষা বোর্ডে নাম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

এদিকে অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বহিস্কারের দাবিতে বিক্ষুব্ধ বিএনপি নেতাকর্মীরা তার কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। এসময় অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী কলেজ থেকে পালিয়ে যান বলে জানান বিক্ষুব্ধরা।

এদিকে আজকের মানববন্ধন থেকে দূর্ণীতিবাজ সভাপতি জাফর আকবর ও নিয়োগে অর্থবাণিজ্যকারী অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগই পারে মহিলা ডিগ্রি কলেজের লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে, গাংনী মহিলা কলেজের দূর্ণীতিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগ চাই দাবি করবে মানববন্ধনকারীরা।

একটি গোপন সূত্রে জানা গেছে, কলেজের ভাইস প্রিন্সীপালের পদটি

শূন্য হয়েছে। এই পদটিতে নিয়োগ বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যেই অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী তার অনুগত ব্যক্তিকে কমিটির সভাপতি করতেই গোপনে শিক্ষা বোর্ডে নাম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন